গাংনীতে কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সহায়ক সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সহায়ক শিক্ষকের সাথে ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের আয়োজনে আজ বুধবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে দি জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে এই ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফলোআপ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বহী অফিসার প্রীতম সাহা।

প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর যশোর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম।

গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিনের এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ফলোআপ মিটিং এ গাংনী উপজেলার ৪০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪০ জন সহায়ক শিক্ষক অংশ নেন।

এসব সহায়ক শিক্ষকবৃন্দ তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ের কৈশোরকালীন ব্যবস্থাপনা উপস্থাপন করেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী ও বিপিএন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে ওয়াহেদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন আসক্তির ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলোর ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে লেখা পড়ায় অমনোযোগীসহ বিভিন্ন ধরনের আচরণগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ সকল সমস্যা সমাধানে করনীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন ব্যবস্থাপনা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে পেকিন হাঁস পালন বিষয়ে “প্রাণিসম্পদ খামার দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভূক্ত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গাংনী শাখার গাড়াডোব গ্রামে ৭৫ জন খামারি নিয়ে মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁস পালন বিষয়ে “প্রাণিসম্পদ খামার দিবস” অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রাণীসম্পদ খামার দিবসে হাঁস পালনের উপকারিতা, হাঁস পালনের জন্য সুষম খাদ্য ব্যাবস্তাপনা কিভাবে করতে হয়, হাঁস পালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সমূহ, বাজার ব্যবস্থাপন সহ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ে খামারিদের অবহিত করা হয়।

এছাড়াও হাঁস পালনের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যেমন ডাক প্লেগ, ডাক কলেরা ও তার প্রতিকার, নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন প্রদানের উপকারিতা, এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যাবহার রোধ, সংক্রামক রোগ সমূহে ভ্যাকসিন প্রদানের উপকারিতা,মাচায় হাঁস পালনের উপকারিতা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়।

এসময় খামারিদের সংস্থার চলমান বিভিন্ন সেবামূলক ও সমন্বিত কৃষি ইউনিটের চলমান বিভিন্ন প্রদর্শনী সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

উক্ত খামার দিবসে রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কর্মকর্তা বৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ পরিচালক মোঃ সাইফুল রহমান(উপপরিচালক প্রশিক্ষণ)। উক্ত খামার দিবস বাস্তবায়নে আর্থিক ভাবে সহোযোগিতা করেছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা রোভার স্কাউটসের সুবর্ণ জয়ন্তী ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

“স্কাউটিং করবো “স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো” এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ মাঠে দিনব্যাপী ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ মাঠে চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক ও নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবু নাসিরের সভাপতিত্বে ডে-ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ কবির হোসেন।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দক্ষ, যোগ্য ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে রোভার স্কাউটের বিকল্প নেই।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। আগামী ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের আমরা যে স্বপ্ন দেখছি সেটা বাস্তবায়নের দেশের অন্যান্য সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের মতো কাজ করে যাচ্ছে রোভার স্কাউটসের সদস্যরা। আমি মনে করি ছাত্র জীবনের শুরুতেই স্কাউটিং এর মত একটি সামাজিক সংগঠনের সাথে কাজ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দরকার কারণ এখান থেকেই একজন শিক্ষার্থী নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

স্বাগত বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার রোভারের সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান বলেন, স্কাউটিং নতুন প্রজন্মকে নৈতিক ও জীবনধর্মী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে তরুণদের মাঝে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল গুণাবলী বিকশিত হয়। ফলে স্কাউট সদস্যরা সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে এবং সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলছে। পরোপকারি হিসেবে সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে

সরকারি কলেজের সিনিয়র রোভার মেট সাকিব বিশ্বাস সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের ইউনিট লিডার ও রোভারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটসের সুবর্ণ জয়ন্তী ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের গৌরবের পঞ্চাশ বছর উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে সুবর্ণ জয়ন্তী ডে ক্যাম্প ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে একটা র্যালি বের হয়। র্যালিটি মেহেরপুর সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়ে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা রোভার স্কাউটসের সহ সভাপতি নুরুল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভারের সভাপতি শামীম হাসান।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের কমিশনার ও মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

জেলা রোভার স্কাউটসের সম্পাদক ফররুখ আহমেদের সঞ্চালনায় জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ রফিকুল আলম বকুল, ডি আর এস এল আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশানার জাহির হোসেন চঞ্চল, গাংনী ডিগ্রি কলেজের আাসাদুজ্জামান, জেলা যুগ্ন সম্পাদক আলমগীর হোসেন, হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক আতিকুর রহমান, মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের রোকেয়া খাতুন, ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজের ওয়াহিদুজৃজামান টিটু, এআরবি কলেজের সেলিম রেজা, সরকারী টেকনিকাল স্কুল এন্ড কলেজের মনারুল ইসলাম, সন্ধ্যানী স্কুল এন্ড কলেজের এমদাদুল হক ও আন নুর টেকনিকাল এন্ড বিএম কলেজের শাহিনুজ্জামান সহ

বিভিন্ন কলেজ মাদ্রাসার ও রোভার শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বার্ষিক সদস্য সভা অনুষ্ঠিত

“জ্বলছে আলো চলছে দেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ” এই শ্লোগানে ও বর্নাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৭ তম বার্ষিক সদস্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি সাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-মাগুরা সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি বিদ্যুৎ খনিজ ও জ্বালানী সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সদস্য খালেদা খানম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌশলী ইমদাদুল ইসলাম।

সেসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আবু তৈয়ব মোঃ জহুরুল আলম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পরিচালনা বোর্ডের সহ-সভাপতি তপতী বিশ^◌াস, সচিব নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ গোলাম সরওয়ার, এলাকা পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান সহ অন্যন্যা কর্মকর্তাবৃন্দ।

এসময় বক্তারা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল উন্নয়ন মূলককর্মকান্ড তুলে ধরে বলেন বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মত ঝিনাইদহ জেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌছে গেছে। বিদ্যুৎ আধুনিক সভ্যতার চাবিকাঠি। আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নে এবং আধুনিক সভ্য জীবনে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ১৯৯৫ সালে অগ্রযাত্রা শুরু করে সুনামের সাথে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৫ লাখ গ্রাহকের সেবা প্রদান করে চলেছেন।

গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

গ্রামবাংলার শীতের আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। আর সেই ঐতিহ্য হচ্ছে গ্রামবাংলার মায়েদের হাতের পিঠাপুলির। শীত এলেই পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায় বাংলার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে। সেই পিঠাপুলির মধুর ঘ্রাণেই মুখরিত মেহেরপুরের গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

আজ বুধবার বিদ্যালয় মাঠে সকাল ১০টার সময় শুরু হয়েছে পিঠা উৎসব। গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীরা যৌথ ভাবে এ উৎসবের আয়োজন করেছে।

সকালে ঢাক-ঢোলের বাদ্যের সঙ্গে বর্ণিল বেলুনের সাজে ফিতা কেটে দিনব্যাপী এ উৎসবের উদ্বোধন করেন,মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর।

পিঠা উৎবস পরিদর্শন করেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক,গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রিতম সাহা,সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম,থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

পিঠা উৎসবের আয়োজক গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান বলেন, গ্রামীণ সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির প্রধান জায়গা। সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান পিঠাপুলি। এ পিঠাপুলি নিয়ে প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পিঠা উৎসব আমাদেরকে সেই শেকড়ের সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, এটা শুধু একটি উৎসব নয়, এটা নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতার মাঝে নির্মল আনন্দের খোরাকও। নাগরিক ও ভোগবাদী সমাজের সংস্কৃতিতে এই উৎসব আবহমান বাংলার সংস্কৃতির চিরন্তন উপাদান তুলে ধরার এ আয়োজন অত্যঅন্ত গুরুত্ব¡ বহন করে।

ইবম শ্রেনীর শিক্ষার্থী সিনথিয়া বলেন, বাঙ্গালীর অনেক পিঠা আছে যার নাম আমরা জানিনা। পিঠা কিভাবে তৈরী করে তাও জানিনা। বিদ্যালয়ে পিঠা উৎসবে অংগ্রহনের জন্য মায়ের সাথে পিঠা তৈরী করেছি। আমাদের স্টলে রয়েছে ১৫ রকমের বিভিন্ন স্বাদের পিঠা যা গ্রামবাংলার ঐতিহ্য বহন করে।

অষ্টম শ্রেনীর শিক্ষার্থী মেরিনা জানায়, আমরা এখন থেকে উৎসবের ,মধ্যে সীমাদ্ধ না থেকে মাঝে মধ্যেই মায়েরা যখন পিঠা পুলি তৈরী করবে তখন মনোযোগ সহকারে তা শিখে রাখার চেষ্টা করছি। যাতে মায়েদের অবর্তমানে আমরাও পরিবারকে শীত এলেই পিঠা তৈরী করে খাওয়াতে পারি।

পিঠা উৎসব ঘুরে দেখা যায়, পিঠার স্টলগুলো জমেছে । বন্ধু- স্বজনদের নিয়ে অনেকেই এসেছিলেন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গ্রামবাংলার পিঠার স্বাদ নিতে। বেশিরভাগ মানুষেরই আগ্রহের পিঠা ছিল মিষ্টি ও ঝাল জাতীয়। তবে ঝাল-টক পিঠাতেও ছিল না অরুচি। ১৬টি স্টলে প্রায় শতাধিক’ পদের পিঠা নিয়ে সাজানো হয়েছে দেশের বিভিন্ন শ্রেনীর শিকক্ষার্থীরা। যার মধ্যে ছিল- ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ চিতই পিঠা, ঝাল পিঠা, মালপোয়া, মেড়া পিঠা, মালাই পিঠা, মুঠি পিঠা, আন্দশা, কুলশি, কাটা পিঠা, কলা পিঠা, খেজুরের পিঠা, ক্ষীরকুলি, গোকুল পিঠা, গোলাপ ফুল পিঠা, লবঙ্গ লতিকা, রসফুল পিঠা, সুন্দরী পাকান, সরভাজা, পুলি পিঠা, পাতা পিঠা, পাটিসাপটা, পাকান পিঠা, নারকেলের সেদ্ধ পুলি, নারকেল জিলাপি, তেজপাতা পিঠা, তেলের পিঠা, তেলপোয়া পিঠা, চাঁদ পাকান পিঠা, ছিট পিঠা, পানতোয়া, জামদানি পিঠা, হাঁড়ি পিঠা, ঝালপোয়া পিঠা, ঝুরি পিঠা, ছাঁচ পিঠা, ছিটকা পিঠা, বিবিখানা, চুটকি পিঠা, চাপড়ি পিঠা, ঝিনুক পিঠা, সূর্যমুখী পিঠা, ফুল পিঠা, বিবিয়ানা পিঠা, সেমাই পিঠা, নকশি পিঠা, নারকেল পিঠা, নারকেলের ভাজা পুলি, দুধরাজ, ফুলঝুরি পিঠাসহ আরও বাহারি সব নামের পিঠা।

পিঠা উৎসবে যোগ দিয়ে সাংসদ সদস্য আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর বলেন, দেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান গ্রামীণ সংস্কৃতির পিঠাপুলি। নাগরিক জীবনে যখন সবকিছু যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, সীমিত হয়ে পড়ছে আমাদের মানবিক বোধ তখন আমাদের সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির অনন্য এই উপাদান পিঠা উৎসব নতুন করে জানান দেয় বিদেশি খাবারের মধ্যেও গ্রামীণ নারীদের হাতের তৈরী পিঠা পুলির স্বাদ এখনও অটুট রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের মায়ের সাথে বসে পিঠা তৈরী করেছে। এতে নতুন প্রজম্নের কাছেও নাম না জানা পিঠা পুলি

পরিচিতি পাচ্ছে। এমন আয়োজন বারংবার ফিরে আসুক গ্রামবাংলার প্রতিঠি ঘরে ঘরে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে জেলার সকল ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন।

প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম এন্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম-সেবা। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিসেস) মার্ক প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন । এছাড়াও পুলিশ সুপার ২০২৪ সালের ১ম মাস্টার প্যারেডে উপস্থিত টিম চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের প্রিয় সহকর্মীবৃন্দদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের পুলিশ সদস্যবৃন্দের চমৎকার টার্ণ আউট সুনিপুন প্যারেড প্রদর্শনীর জন্য প্রশংসা করেন।

এ সময় তিনি বলেন, সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পুলিশ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকে। এ মহান

দায়িত্ব পালন করতে আইন-শৃঙ্খলা আমাদের শক্তি যোগায়। মাস্টার প্যারেড আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে সহায়তা করে। পুলিশের স্মার্ট টার্ণ আউট ও আধুনিক কলাকৌশল রপ্ত করার জন্য নিয়মিত প্যারেড অনুশীলনের বিকল্প নেই। সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনারা পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। সেজন্য আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজকের মাস্টার প্যারেডে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য সকল ফোর্সকে GS মার্ক এবং ১০০(একশত) টাকা অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হলো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার,পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) সাইফুল ইসলাম, ডিএসবি সকল অফিসার ইনচার্জ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি সহ-সভাপতি আব্দুর রহমার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ সহ সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

গাংনীতে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫২-তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ এর সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকালে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বিভিন্ন খেলার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।মোট ৬৭ টি ইভেন্টে উপজেলার ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জ্লো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সভাপতিত্বে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আবদুল্লাহ আল মাসুমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ডাঃ আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা,সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনী মোবারক, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান ও জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন গাংনী সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, বিপিএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম অহিদুল হক আসাদ, জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুরশিদা আক্তার, আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ স্বপন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান সহ উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

চলতি মাসের ১৫ তারিখ শুরু হয়ে আজ সকল ইভেন্টের ফাইনাল খেলার মূূাধ্যমে খেলার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাজমুল হক সাগর বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার্থীদের শারিরীক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্বির জন্য খেলাধুলার প্রতি বিচেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্বি করা হচ্ছে।

তিনি উপজেলার সকল প্রধান শিক্ষকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মাঠ খেলার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায় মনোনিবেশ করার আহবান জানান। তিনি বিজয়ী এবং বিজিত সবাইকে খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত খেলোয়াড় তৈরীর আহবান জানান। এই আয়োজনের সাথে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সবশেষে প্রধান অতিথিসহ অতিথি বর্গ বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

দামুড়হুদা দলকা মৎস্য সমবায় সমিতির শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের দলকা লক্ষিপুর মৎস্য সমবায় সমিতির শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বিকাল ৪ টার দিকে দলকা বিল পাড়ে এই শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দলকা লক্ষ্মীপুর মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি ওমর আলী’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন জুড়ানপুর ৪ নং ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন সহ সমিতির আগত সদস্য ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেনের সঞ্চালনায় শান্তি সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি কুচক্রী মহল এই দলকা লক্ষীপুর বিল টি কুক্ষিগত করে রেখেছিল। কিন্তু সময় এসেছে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মো: আলী আজগার টগর এমপি’র মাধ্যমে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী জাল দরা যার বিল তার। সেই আলোকে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই দলকা লক্ষীপুর মৎস্য

সমবায় সমিতির হাতে আবারো বিল আসবে বলে আমরা সকলে বিশ্বাস করি। নতুন করে আর কেউ এই বিল জোর করে ভোগ দখল করতে পারবে না। আমরা সবাই মিলে কিভাবে বিলটি চাষ করলে সবাই উপকৃত হব এবং দেশের উন্নয়ন হবে সে বিষয়ে সবাই মিলে মতামত দিয়ে সেই আলোকে আমরা কাজ করে যাবো।

বক্তারা আরো বলেন বিলটি যেন আর কেউ জবরদখল করে ভোগ দখল করতে না পারে এবং আমরা সমিতির সদস্যরা যেনো আবারো বিলটি ফিরে পাই সে বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপির সুদৃষ্টি কামনা করেন।